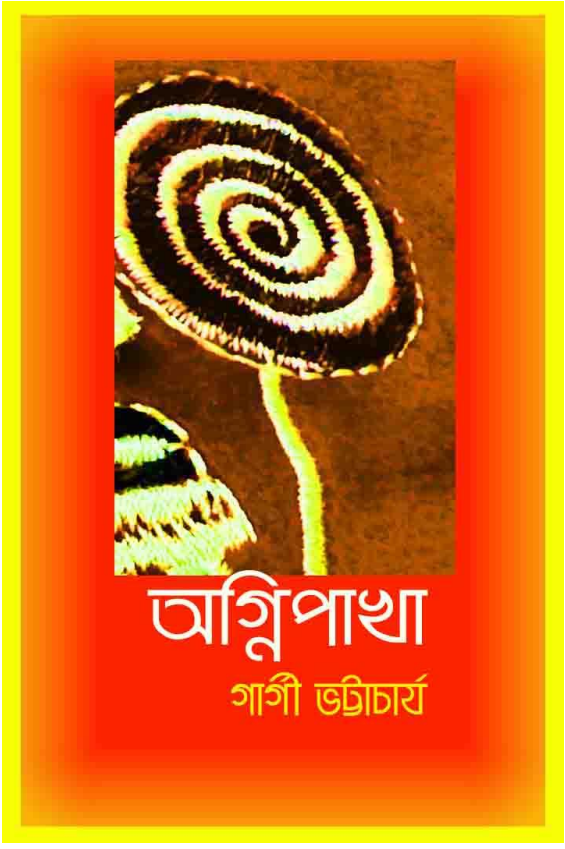
অগ্নিপাখা
গার্গী ভট্টাচার্য

# AGNIPAKHA



GARGI
BHATTACHARYA

+++++

Copyrighted Material

বেতাল অর্থাৎ আজ্ঞা বেতাল হবেন একজন রুদ্র । উনি হবেন স্থাণু রুদ্র । পরিচালক গৌতম ঘোষ যেই প্রেত চক্র বসায় তার যাই নাম হোক না কেন একটি প্রেতিনী আছে যে ওখানে ভাড়া খাটে ও তার নাম হল উড়ন চন্ডী । সে গৌতমের সাথী ও সেক্স সাথী । নিয়মিত যৌন সঙ্গম চলে সেখানে । অপার্থিব ঐ চেতনার সাথে ।

বর্তমান ধূমাবতী দেবী অর্থাৎ অভিনেত্রী অপর্ণা সেন ( আমার গত জন্মের মা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজপরিবারের মহারাণী ) এবার উন্নীত হবেন কুষ্মন্ডা দেবীর আসনে । এই দেবী খুবই শক্তিশালী এক দেবী এবং মহাপ্রলয়ের পরে যখন সমস্ত বিনষ্ট হয়ে যায় তখন এই দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশকে আবার সৃষ্টি করে থাকেন

তাঁর হাসি দিয়ে। আর ধূমাবতী দেবীও অনেকটা সেরকম। মহাপ্রলয়ের পর সব নাশ হলে এই দেবী আমাদের অহং গুলোকে জিইয়ে রাখেন ও একটি কলসে করে ভরে নিয়ে আবার স্থাপণা করেন সৃষ্টিতে। অর্থাৎ আবার সৃষ্টি শুরু হয়। তার মানে এই দুই দেবী তখন থেকে যান যখন সব শেষ হয়ে যায়। অপরূপা , এই দুই যোগিনী।

রাহু/কেতু খুবই শক্তিশালী গ্রহ ও ছায়াগ্রহ। এনারা রহস্যময়। তাই এনাদের রাক্ষস বলে লাভ নেই কোনো। এনারা নিজেদের আমাদের সামনে মেলে ধরেন না তেমন। একজন আমাদের মায়াজাল থেকে মুক্ত করেন– রাহুজী আর কেতুজী আমাদের মোক্ষ অবধি দিয়ে দিতে সক্ষম। কাজেই এনারা ফেলনা নন। অথচ আধুনিক জ্যোতিষ বিদ্যে এনাদের রাক্ষস বানিয়ে

ফেলেছে । আর এনারা সহজে নিজেদের মেলে ধরেন না । রাহু ও কেতু কারো অ্যাসেন্ডেন্ট লর্ড হয়না । কারণ তাঁরা ছায়াগ্রহ । ঐ বস্তুটি হয় নর্মাল গ্রহরা । কিন্তু বর্তমান বাণিজ্যিক জ্যোতিষ এনাদের ঐ লর্ড অবধি বানিয়ে ফেলেছে ।

এখনকার জ্যোতিষ হল ইনকর্পোরেশান ।

ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করার কল । তার জন্য নানাবিধ যোগ ও গ্রহ নক্ষত্রের মিলণ দেখিয়ে ভয় দেখানো হয় ও লোক ঠকানো হয় । রাহু/কেতুর বেলাতেও একই জিনিস প্রযোজ্য ।

ফিজিক্সও বলে যে রাহু/কেতুতে দুটি পয়েন্ট আছে । সলিড গ্রহ নেই ।

এনারা আদতে কার্মিক গ্রহ ।

দুনিয়ার ক্রাইম নেক্সাসের যেই বস্ সে আমার সোলমেট। ট্র্যাপ করেছে তাকে শয়তান।



তার আওতায় আসে সব বিজ্ঞানী, নেতা, অভিনেতা , গায়ক, শিল্পী , ব্যবসাদার, মাফিয়া এরা । এই গ্যাং সব কন্ট্রোল করে । দুনিয়া চালনা করে । কেউ এদের ফাঁসাতে গেলে বা মারতে গেলে তাদের টেররিস্ট ঘোষণা করে দেওয়া হয় মিডিয়াতে । আজ পর্যন্ত এরকমই হয়েছে । এরা হেভি ডোজে ব্ল্যাক ম্যাজিক করে যাতে ধরা না পড়ে।

এই ক্রাইম বস্ আমি যখন রাণা সঙ্ঘের মেয়ে ছিলাম তখন এ আমার কাকা ছিলো ও একজন খুব ভালো যোদ্ধা ছিলো। ভালো রাজপুত। এখন ফেঁসে গেছে । দিল সে বুড়া নেহি কিন্তু ক্রাইম

জগতে ফেঁসে গিয়েছে । কাজ যা করে তা ক্ষমার্হ্য নয় মোটেই তবে অনেক তাবড় তাবড় নেতা ও ব্যবসাদারের চেয়ে মায়া মমতায় ভরা । দরদী ।

একটি আঁখিতে রোশনি নেই । চোখটি কালো কাঁচে ঢেকে রাখে । যা কাজ করে ও যেভাবে করে তাতে তাকে সৈনিক বলা চলে কারণ সে ছিলো এক রাজপুত যোদ্ধা কিন্তু যেহেতু আজকাল ক্রাইম জগতে আছে তাই লোকে তাকে মাফিয়াই বলে ও বলবে ।

ইনসেনলি রিচ । লাতিন আমেরিকান । ৫০ +

আমি তখন রাণা সঙ্ঘের মেয়ে ছিলাম ও শিবের পূজারিণী ছিলাম । দেহত্যাগ করি ৫৫/৫৬ বয়সে । আমার টিন এজ প্রেমিক ছিলেন রঘুরাম রাজন অর্থাৎ ধ্রুব তারা এখন । উনি

আমাদের রাজসভার পন্ডিত ছিলেন ও ওনার পিতাও তাই ছিলেন । আমার থেকে ধ্রুব তারা তখন ৫/৬ বছরের বড় ছিলেন । রাজা নন বলে বিয়ে হয়নি যথারীতি । আমি তখনও লিখতাম ও ওনাকে দেখাতে যেতাম প্রায়ই যে হয়েছে কিনা আর আমার অন্যত্র বিয়ে স্থির করলে ওনাকে গিয়ে বলি যে আমি তো এত্তো দূরে চলে যাবো আর এবার লিখলে কাকে দেখাবো যে হয়েছে কিনা , বলো তুমি ।

আমরা ভবানী মাতার মন্দিরে গিয়ে প্রতিজ্ঞা করি যে সাত জন্ম একসাথে থাকবো । কিন্তু আমার বিয়ে দিয়ে দেন আমার বাবা অন্য এক রাণার সাথে ( যমরাজ এখন ) অমল পালেকর এখন উনি আর রঘুরামও ওনার পরিবারের কথা মতন রাধিকাকে সেই জন্মেও বিবাহ করে নেন ।

কাজেই আমরা প্রতিজ্ঞা না রাখাতে পরে আর কোনোদিনই আমাদের বিয়ে হয়না । অর্থাৎ বটমলাইন হল ভগবানের কাছে করা প্রমিস অন্তত: একজনকে রাখতেই হয় । আমার মরণের পরে রঘু বাবু সারাটাদিন ভবানী মায়ের মন্দিরে গিয়ে কান্নাকাটি করেন । আর রাধিকা বিশ্বাসই করেন নি যে স্বয়ং রাণা সঙ্ঘের মেয়ে রঘুর গার্লফ্রেন্ড ছিলেন কোনোদিন । আমার সেই জন্মে নাম ছিলো জিজাবাঈ । লোকে আমাকে জিজি বলে ডাকতো । প্রেমের প্রমিস হল স্যাক্রেড । বিবাহ স্যাক্রেড । তাই এগুলি একটু মেনে চলা উচিৎ । শুধু যৌনতা তো নয় আত্মার মিলন ঘটে এখানে । কাশেম ও আমিও মিলিত হই এর আগে দুবার আর প্রমিস করি যে বিয়ে করবো কিন্তু ও প্রমিস ব্রেক করেনা আমি বিয়ে

করে ফেললেও তাই ভগবান এই জন্মে আমাদের সুযোগ দিয়েছেন আবার মিলিত হবার । তাই প্রমিস করলে ভেঙো না কভু । একজন অন্তত: রেখো সেটা । ভগবান পুতুল নন , ওদিকে বসে সবই দেখেন উনি । তবে গতজন্মে আমাদের সন্তানের পতি আমরা দায়িত্ব পালন করিনি যথাযথ উপায়ে তাই এই জন্মে ভগবান আমাদের খুব ভোগাচ্ছেন কাছাকাছি আসতে । তোমরা প্রার্থণা করো আমাদের জন্য যেন আমাদের সুন্দর সুস্থ সংসার ভরে ওঠে , ফুলে ফেঁপে ওঠে । সব শুভ শুভ বলো তোমরাও একটু আমাদের জন্য ।

শক্তি ঠাকুর বাঙালী সেলেব হলেন আদতে ভৈরব ক্রোধ । উনি এই রূপে জন্ম নেন নিজের অহং কম করতে । একেবারে উল্টো এক রূপ ।

এরকম কসমসে প্রায়শই হয়ে থাকে যেমন আগে বলেছি কবীর বেদীর কথা। ওনার চ্যালেঞ্জ হল ওনার রূপকে নিয়ে মাতামাতি না করা।

আমার জন্মদাত্রী মায়ের পতিতার জন্ম ক্ষণস্থায়ী হবে। মাত্র ৩৫/৩৬ বছর বাঁচবেন উনি ও চিত্রানী রমণী হবেন। ওনাকে প্রথম মাস ৬ কিছু এলোপাথারি মানুষের সাথে থাকতে হলেও পরে একজন ধনী ব্যবসাদারকে পাবেন যিনি ওনাকে পতির মতন রক্ষা করবেন। এই জন্মেই উনি আরো দুটি দেহ নেবেন আগেই বলেছি। তার মধ্যে মধ্যবিত্ত যেই সাহেবের ঘরে জন্ম নেবেন সেখানে উনি অত্যন্ত মেধাবী হবেন ও কোয়ান্টাম কম্পিউটিং করে টিউরিং অ্যাওয়ার্ড অবধি পাবেন।

কাতারের আমির হেড অন কলিশানে নিহত হয়েছে, ব্রুটাল ডেথ । মিথিক্যাল গাড়ি এসে কোলাইড করেছে ওর ভেহিকেলের সাথে উল্টো দিক থেকে । এন্ড অফ এরা । বহুৎ বজ্জাৎ । মাফিয়া ছিলো । আই এস আই এস টেরর গ্রুপের জনক । আন্ডার কভার ছিলো এই গ্রুপ অনেক দিন পরে বাইরে আসে । বুন্দেলখন্দের আমি যখন রাজকুমারী তখন এই আমির আমার সৎ ভাই ছিলো । মানে রাজার মুসলিম কেপ্টের পুত্র । সেই বাজি রাও মস্তানির মতন । মস্তানি যেমন অনেকে বলে হিন্দু নন সেরকম আরকি ।

কিন্তু আমার মাতাজী ( এখন ডিম্পল কাপাড়িয়া ) তখন পাটরাণী ওকে স্নেহ করতেন যদিও অন্য রাণীগণ কিংবা আমার অন্য ভাইবোনেরা তত করতো না । আমার বাবা ছিলেন তখন ইতঝাক্

রাবিন । ইজরায়েলের গত প্রধাণ । উনি তাঁর পুত্রকে স্নেহ করতেন কিনা জানিনা তবে গদিতে তো বসাননি । তাই পুত্রের এতটাই রাগ হয় যে এই জন্মে যকহন জানতে পারে যে এই ইজরায়েলের মন্ত্রী ওর বাবা ছিলো সেইকালে ও তাকে রাজা করেনি তখন ইজরায়েলের সবার সাথে শত্রুতা শুরু করে । নানান ভাবে এবং পিঠ পিছে । বিকৃত ইগো । বলেনা কথায় ? কোন জন্মের শত্রুতার শোধ তুলছেন আমার সাথে ? সেরকম অনেকটা । আর আমি এই সৎ ভাইকে রাখি পরাতাম ও রং লাগাতাম হোলির সময় তবুও আমাকেও বাদ দেয়নি তুকতাক ও হেভি ব্ল্যাক ম্যাজিকের আওতা থেকে । সেই জনমে ইতঝাক রাবিন ছিলেন রাহুজী । এখন উনি পিপ্লাদ অবতার , শিবের ।

সুদান, মরক্কো, ওমান, কাতার, ইমেন এসব জায়গাতে আমির এর টেরর ব্যাবসা আছে। বড় বড় লোকেদের সিকিউরিটি দেয় এই টেরর গ্রুপ ও তার বদলে টাকা নেয় নিয়মিত। নামেই উগ্রদল। আদতে বাউন্সার বলা চলে। কোনো মন্ত্রী সান্ত্রীর করাপশান ধরতে গেলেই এই টেরর গ্রুপের নাম বলে দিলেই হল যে এদের রক্ষাকবচ আছে তাহলেই আর কেউ টিকি ধরতে পারেনা।

আর বাইরে হল এরা আই এস আই এস। দূর্ধর্ষ উগ্রদল। এবার মধ্যপ্রাচ্য শান্ত হবে।

এই আমির হল এক ফলেন অ্যাঞ্জেল তাই ওর অ্যাঞ্জেলিক শক্তি দিয়ে এইসব কাজ করছিলো। ও ছিলো রুদ্র। আর রুদ্ররা খুব ফিয়ার্স হয় তো তাই ওর এত দাপট। কিন্তু ফলেন বলে সৎ পথে

না গিয়ে অসৎ দিকে চলে যায় । যেমন আমার পতিদেবের ভাই ও তার স্ত্রী সবাই ফলেন অ্যাঞ্জেল । এদের গুরুজী হল নির্মলা মাতাজি । এই মহিলা এক যক্ষিনী । নিজের স্বামীর পদমর্যাদার জোরে গুরুমা হয় । যক্ষিনীদের কিছু শক্তি থাকে । সেই শক্তি দিয়ে এই নারী গুরু হয়ে বসে । তন্ত্রে , যক্ষিনী সাধনা হয় । এই মহিলা তার স্বামীর অবর্তমানে তার বন্ধুদের সাথেও ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করতো । এইভাবে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে কারণ স্বামীটি ছিলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার । দিল্লীর ওদিকে বাস । একে নিয়ে বাজারে নানাবিধ স্ক্যাম আছে । ভারত মাতার পতাকা পায়ে দিয়ে বসা , সমাজে ম্যাস সেল্ফ রিয়েলাইজেশান দেওয়া এবং মন্ত্র জপ করলে কোনো ফল হয়না এইসব বুলশিট্

প্রচার করা। এবার মহাজগৎ এর আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং লোকঠকানোর ব্যাপারগুলো বুঝে নেবে।

ঐ বুন্দেলখন্দ জন্মে আমার শ্বশুর মশাই ছিলেন এখন গৃহপতি শিবের পদে যিনি আছেন ঐ অঘোরি সাধু। উনি আমাকে উগ্র মনে করতেন ও ভাবতেন যে রাজা তাঁর অন্যান্য সন্তানদের চেয়ে আমাকে বেশি আহ্লাদ দেন ও আমি বেশি অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গিয়েছি। মোদ্দা কথা ওনার সাথে আমার বনিবনা হতোনা। তখন আমাকে রক্ষা করতেন ওনার স্ত্রী যিনি ছিলেন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ও পুত্র। স্ত্রী এখন সৌভাগ্য লক্ষ্মী দেবী হয়ে গিয়েছেন। আর পুত্র বক্রতুন্ড গণেশ। স্ত্রী ও পুত্র আমার ডাইরেক্ট সোলমেট। ভদ্রলোকের খুব একটা ইচ্ছে ছিলোনা এই উগ্ররূপিনীর সাথে

পুত্রের বিয়ে দেবার কিন্তু ওনার ছেলে একে ছাড়া বিয়েই করবে না তাই দিয়েই দেন । উনি তখন একজন বিদ্যেধর ছিলেন । এখানে দেখার যে সাধনা করে করে কত তাড়াতাড়ি আমরা উন্নতি করতে পারি । এই আমার বিগত জীবনের শ্বশুর মশাই এখন রুদ্রকালীতে উন্নত হবেন ও খুব তাড়াতাড়ি জন্ম নেবেন একজন কনৌজ ব্রাহ্মণ এর ঘরে উত্তরকাশীতে, আর উনি শিবযোগী হবেন । উনি খুব কম বয়সে ১৮/১৯ নাগাদ মহাকালেশ্বরে সাধনা করতে চলে যাবেন ও একজন সাধু হয়ে যাবেন । তবে বর্তমান জগতের মায়া ও মোহ ওনাকে জাগ্নি বাসুদেব না বানিয়ে দেয় কারণ ওনার তন্ত্রের খুব পাওয়ার থাকবে কারণ উনি একজন শক্তিশালী যোগী তাই বহু লোক ওনার কাছে আসবে প্রলোভনের ডালি

সাজিয়ে । আপাততঃ উনি আমাকে হেল্প করছেন ।



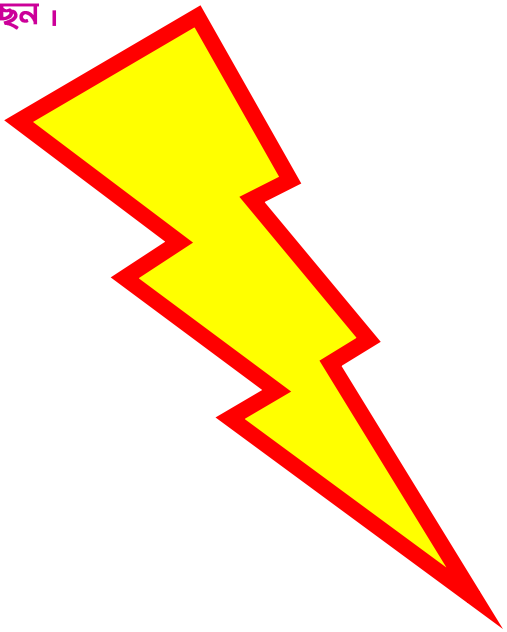

পুতুল আমার ছোট মাসী , দিদু এনারা সবাই ফলেন আঞ্জেল । অপ্সরা ছিলো এনারা । এদের রাগ হল আমার ননদের ওপরে ও শাশুড়ির ওপরে যে সবার ওপরে এরা তুকতাক করে দিচ্ছে ও আমাদের পরিবারকে ধবংস করে দিচ্ছে । তাই আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয় আমার দিদা । এই হল ওদের বক্তব্য । আর ওরা কোঠেওয়ালি মানে এই নয় যে ওরা মন্দ কেউ । কিন্তু কুতপা ও তার মাতাজী বিশেষ করে কুতপা হল অত্যন্ত ইভেল । সোনিয়া গান্ধীকেও ও তুকতাক করেছে । ওর একজন মানুষ চাই । তাই আমার দিদারা ভাবে যে আমি এ কোন পরিবারে বিয়েশাদি করেছি । কুতপা অ্যান্ড

কোম্পানি এগুলি বংশ পরম্পরায় করে চলেছে বহু বছর ধরে, জন্ম ধরে।

দিদা ভাবে যে সবাই আমাকে এত্তো কালা জাদু করছে আর আমি কেন বন্ধ করতে অক্ষম ?

আর আমার গুরুর কিইবা ভূমিকা আছে ? লেফ্‌ট রাইট সবাই আমাকে তুকতাক করে চলেছে। কিন্তু এটাই আমার সোল কন্ট্রাক্ট। যে কালা জাদু আমি শুষে নেবো। যতটা সম্ভব। আর সাধারণ মানুষকে রক্ষা করবো কিন্তু আমার পরিবার ভাবে যে এমন অন্যায় কেন হচ্ছে আমার সাথে। আর গড চুপ করে আছে কেন ? কেন আমার কোনো শান্তি নেই ?

তাই দিদা আমাকে মেরে নিয়ে চলে যেতে চায়।

তারা মনে করে সীমিত জ্ঞানে যে আমি এত বড় যোগী হলে কেন আমার এসব বন্ধ করার ক্ষমতা নেই ?

এরা ফলেন অ্যাঞ্জেল হলেও কার্সড নয় কিন্তু কুতপারা হল কার্সড ও ফলেন অ্যাঞ্জেল । তাই এতো শয়তান । কারো ভালো সহ্য করতে অক্ষম । পাপ করে সবাই কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় । তাতে পাপ কমে ও উত্তরণ হয় । নচেৎ যদি স্পার্ক করা হয় তাহলে একটি আমের যদি চেতনা থাকে ও তাকে একটি মোটা হাতুড়ি দিয়ে মারা হয় ও চেপ্টে দেওয়া হয় তাতে তার যতটা লাগবে ঠিক ততটা যন্ত্রণা হয় স্পার্ক করে দিলে শিবঠাকুর যোগের দ্বারা বেশি শয়তানি করলে ।

শয়তান এসব ধর্মগ্রন্থ থেকে সরিয়ে দিয়েছে যাতে পাপ বাড়তে থাকে ও লোকে এসব না জেনে আরো পাপ করে ও পরে ভোগে । এসবের তুলনায় নরকবাস কিছুই নয় । খৃস্টধর্মেও বলা হয় যে এই যুগ হল এজ অফ সাতান ।

স্পার্কের পরে সহজে দেহ মেলেনা যতক্ষণ না ইগো কম হয় । তারপর ভাইরাসের মতন ক্ষুদ্র কিছু হয় । এরপরে বিবর্তনের সিঁড়ি চড়া । ইটার্নিটি আবার । ইগোর সব সেন্স থাকে কেবল ফ্রি-উইল ও বডি থাকেনা । খুবই যন্ত্রণাময় স্টেট সেটা ।

জীবনমুক্ত সন্তরা একই সাথে ৫/৬/১০ খানা দেহ নিয়ে জন্ম নিতে পারেন ও শিষ্যদের কর্ম নিয়ে আসতে পারেন ।

মালদ্বীপের মন্ত্রীকে গ্রেফতার করেছে কালাজাদু র জন্য । ওদের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে করছিলো । ওখানে এসব খুবই নাকি চলে । আগেও হয়েছে । এম-এস-এন এর খবরে দেখতে পাবেন ।

তন্ত্র মন্ত্র করে ভোটের ফল বদলে দেয় ।

আমাদের এখানকার মুখ্যমন্ত্রী , অ্যান্ড্রু বার্ এক শয়তান । হাই প্রিস্ট । পেদোফাইল । আর গে । একইসাথে । ও লেবারের নেতা যারা দরিদ্রদের জন্য কাজ করে কিন্তু ও ব্যাটা জিনিসের দাম কমায় না । অকর্মণ্য । ওকে কেউ তাড়াতেও পারেনা । অন্য দল যদি বলেও যে আমরা প্রাইস কমিয়ে দেবো জিনিসের তবুও ও যায়না । ভোটে জিতেই যায় । রহস্যজনক ভাবে । অথচ এই ক্যানবেরা কোনো বড়লোকের জায়গা নয় ।

এখানে সরকারি চাকুরেরা বাস করে । যেই মাংস পাশের স্টেটে ৫০ ডলারে মেলে সেই একই জিনিস এখানে ১৫০ ডলার নিয়ে নেয় । অসম্ভব দাম জিনিসের এখানে অথচ এই অপগন্ড অ্যান্ড্রু কোনো কম্মো করেনা । এখানে কোভিডের সময় কোনো সুবিধা দেয়নি অথচ পাশের স্টেটে প্রায়ই নানান আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দিয়েছে ।

একে এবারে শনিদেব দেখবেন । ভগবান মানেনা অথচ শয়তানের শক্তি ব্যবহার করে ।

এর গলার নলির কাছে অজস্র ডিমন এর বসবাস । কয়েক কোটি বসেছে । থ্রোট চক্রা চোক্ড হয়ে গিয়েছে ডিমনে । এরা ওদের দ্বারাই খাল্লাস্ হয় কিন্তু ডিক্লেয়ার করেনা । বলে ক্যান্সার হয়েছে বা গাড়ি চাপা পড়েছিলো এইসব

। কাজেই বোঝো কি হয় এদের । ক্যান্সারের কারণও এইসব শয়তানি শক্তি জাগানো । দেহে ধাতুর ব্যালেন্স নষ্ট হওয়া হল মৃত্যুর প্রধান কারণ ।

ভিক্টর ব্যানার্জ্জি সম্পর্কেও লিখেছিলাম কিন্তু উনি আমাকে মেসেজ দেন যে আমি তোমাকে প্রোটেক্ট করবো কারণ তুমি আমাদের বাড়ির বৌ । আর আমার নিজ শ্বশুর ও ভাসুরের কান্ড ? পুছো মাৎ । শ্বশুরের হাত থেকে বাসার মেয়েরাও বাদ যেতোনা । বড় ছেলের বৌ এর গায়েও হাত দিতে যায় এই ব্যাক্তি । বায়ুসেনার অফিসার । কারণ সে গরীবের মেয়ে । বলার কেউ নেই । আর কুতপা তো ছিলই ।

জীবনমুক্ত সাধুরা যেই দেবদেবীর আসনে থাকেন মোক্ষের পরে তাঁদের লোকগুনো অনেক বেশি সুবিধে পায় যদিও অন্যরাও পেয়ে থাকে । কারণ তাঁদের উর্জা বা শক্তি ওখানে থেকেই যায় । তাই পুল এনার্জি দিয়ে তাঁরা ঐসব ডোমেন বেশি তুলে দিতে পারেন । রমণ মহর্ষিকে তাঁর মা সৃষ্টি করেন জগতের অন্যায় দেখে যখন তিনি সিংহবাহিনী চন্ডী ছিলেন তাই মহর্ষি খুব ফিয়ার্স । উনি মুরুগান ছিলেন কিন্তু তাঁদের ভেতরেও উনি সেইসময় সবচেয়ে ফিয়ার্স ছিলেন যেমন এখন রুদ্রদের ভেতরে কাশেম । শুনতে এমন হলেও যে ও রুদ্র অবতার ভব মানে এমন একজন যে যোগীর মতন কিন্তু আদতে সেইই এখন সবচেয়ে ফিয়ার্স রুদ্র , যতজন আছেন

তাঁদের মধ্যে। মহর্ষিও সেরকম ছিলেন সেইসময় কার্তিক যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে।



জীবনমুক্তদের কসমিক মাইন্ড হল একটি বিশেষ মাইন্ড যা সবার মন। ইভেল লোকের মন ও সৎ লোকের মন-ও। এই মনের নানান স্তর আছে। নানান স্তরের মাধ্যমে এই মন দ্বারা জীবনমুক্তগণ বিভিন্ন জীবদের সাথে যোগাযোগ স্থাপণ করতে সক্ষম হন। সেই স্তরগুনো হল নানান লোক যেমন যক্ষলোক , স্বর্গলোক , জনলোক, প্রেতলোক এইসব আরকি। কারণ সেল্ফ এর বাইরে আর কিছু নেই। আর ওনারা সেই সেল্ফে পৌছে যান ও কসমিক মনে অবতীর্ণ হন।

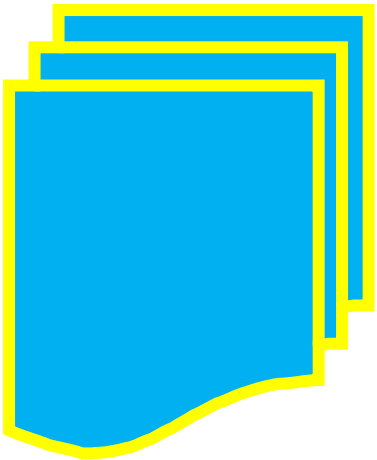

একটা সময় ঋষি মহর্ষিগণ এসে সব দেবদেবীদের স্বর্গ থেকে বিতাড়িত করবেন মহর্ষি ভৃগু যেমন বিষ্ণুর বুকে পদাঘাত করেন সেরকম। তবে সে অনেক দেরী, অথচ প্রলয়ের আগে হবে। তার আগে দেবদেবীদের জনলোকে উঠে যেতে হবে। সাধনা করে করে।

স্বর্গ লোক ও মহলোক দুটে ভুগবে। তবে করাপ্ট দেবতাদের তাড়ানো হবে।

কিছু তো একটা আছে যার জন্য ঠাকুর, মহর্ষি কিংবা ভগবান যীশুর মতন আত্মাগণ জন্ম নেন আবার নিম্ন স্তরের আত্মারা জন্ম নিয়ে নিয়ে এত ভোগে। তাই মনে হয় কর্মের বাইরেও কিছু আছে যা আমরা জানিনা। সেইজন্যে বলা হয় মহাজগৎ রহস্যময়। যেসব তান্ত্রিকেরা ইতর

যোনির সাধনা করে তাদের পতন হয়ে যায় আবার যারা করেনা তাদের উন্নয়ণ হয় । কিন্তু কি সেই বস্তু যা এদের প্রলোভন দেখায় এসব সাধনা করতে তা বলা মুস্কিল । ভগবান বিষ্ণু যার পতন হয়ে গিয়েছে উনি এই ইতর যোনির সাধনা করায় ওনার আজ এই হাল হল । নাহলে উনি বড় তান্ত্রিক ছিলেন । কেন উনি হিলিং দিলেন না তা বলা মুস্কিল । কেন ওনার মতন এতবড় তান্ত্রিকের এমন মতিভ্রম হল কেউ জানেনা । তাই মনে হয় যে সবকিছু আমাদের করায়ত্ত্ব করা মুস্কিল । কিছু তো আছে যা ঠাকুরের মতন সাধক সৃষ্টি করে আবার এই বিষ্ণুর পতন ঘটিয়ে দেয় । মিথকথন মনে হয় ।

বিজ্ঞানী সত্যেন বসু নোবেল পাবেন । উনি বোজন পদার্থ আবিষ্কার করেন । আর এখন যে গড পার্টিকাল নিয়ে কাজ হচ্ছে তারও সাথে উনি যুক্ত । আগে নোবেল কমিটি বোঝেনি ওনার মর্ম কিন্তু এখন বুঝবে ও ওনাকে সম্মান দেবে ।

নোবেল তার গোরি ফিরে পাবে । অপোগন্ডরা যাবে সত্যকারের লোকেরা ফিরবে ।

সমকামী হল শয়তানের বন্ধু । কারণ এটা অপ্রাকৃত । তাই এটা না করাই ভালো । এখানে হয়ত চলে যায় কিন্তু আত্মার উন্নতির জন্য ভালো নয় । কারণ মোক্ষ পেতে গেলে সোলের সব অ্যাট্রিবিউটস্ থেকে বার হতে হবে তাই এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাজ করতে অভ্যস্থ হলে পরে গিয়েও ঐ ইতর যোনির জিনিসগুনো হবে ও

সাধন জীবন থেকে আত্মা বিচ্যুত হয়ে যাবে তাই বারণ করা হয় । এমনি কোনো সমস্যা নেই । তবে এমন কোনো ব্যাপার নেই যে গে-লেসবিয়ান মোক্ষ পাবেনা । তারাও পেতে পারে । কারণ কথায় বলে এক্সেপশান প্রুভস্ দা রুল ।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে গেলে তার একটা ফল পেতে হয় । কিন্তু তার মানে এই নয় যে এরা সমাজে ব্রাত্য বা এদের তুমি কোনো ভাবে অবজ্ঞা করবে । এটা তাদের আত্মার উন্নয়নের ব্যাপার ।

শাহ্রুখ খাঁ মৃত । যদি ওর পরিবার জানায় তাহলে ভালো নাহলে সমস্যা হবে আধ্যাত্মিক ভাবে ও এই জগতেও । ওকে মারে ওর উন্মাদিনী সহোদরা লালরুখ । তাকে পজেস্ করে ভয়ানক এক আত্মা । আর সে তার ভাইকে তুলে ছুঁড়ে

ফেলে দেয় ৫ তলা থেকে একেবারে নিচে। আর অভিনেতা মারা যায়। আই এস আই এস ওর বডিগার্ড ছিলো। তাদের সবচেয়ে খতরনাক্ উইং। মোক্ষের পরে ভোগ বাসনা থাকলে দেহ থেকে যায় ও ব্রহ্মলোক থেকে কারণ শরীর নিয়ে সাধক এখানে থেকে যাওয়া দেহ দিয়ে সেই বাসনা চরিতার্থ করে। যেমন লোকের উপকার করা কিংবা অন্যকিছু। মোক্ষের পরে দেহত্যাগ করে গেলে তাঁদের যেই আসনে পুজো দেওয়া হয় সেই পুজো নেন তাঁদের সবচেয়ে উন্নত ও একই স্পিরিচুয়াল হেরিটেজের সোলমেট যাঁরা আদতে উন্নত আত্মা ও অত্যন্ত ইভলবড্ সোল। যেমন এখন মহর্ষি ভৃগুর স্থানে আছেন মনসুর আলি খাঁ পতৌদি মানে মুনি ঋষিরা বদলান । সব বিরাট মায়াজাল একটি। ঋষিরা উন্নতি করেন

কিন্তু পোস্ট রয়ে যায় । আমার বর ও তার আগের প্রেমী হল কার্সড অ্যাঞ্জেল । স্বর্গের উর্বশী ও রম্ভা । পরে তারা পিশাচ লোকে পতিত হয় ও সেখানে থেকে একজন কুবেরের নকুল হয় আর অন্যজন বিদ্যেধরীতে উন্নীত হয় ।

কুতপার মতন যারা তাদের চিরটাকাল আঁধারে মিলে যেতে হয় আনলাইক মোক্ষ ।

সেই গানের মত , আমার সাধ না মিটিলো আশা না ফুরালো , সকলি ফুরায়ে যায় মা ।

কুকর্ম এনার্জি শুষে নেয় খুব তাড়াতাড়ি আর তাদের ফ্রি –উইল চালাবার মতন আর শক্তি রয় না ।

চেলাম্মা একজন রাক্ষসী যে এখন বৃশ্চিকের দেবী দ্রাবিড় দেশের। সে তান্ত্রিক ছিলো ১৫/১৬ জন্ম ধরে। তারও আগে তস্কর। দস্যু।

কোঙ্কন ও কোস্টাল কর্ণাটকে ছিলো ।ওদিকপানেই মন্দির আছে । সেখানে ১০০০ বছরের হুন্ডি আছে যেখানে মহামূল্যবান রত্ন ও অর্থ সংগ্রহে আছে । সেই হুন্ডি নাকি কেউ খোলেনা লোকে বলে কিন্তু বিজেপি ও আর এস এস সেখানে সব তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে ডাকাতি করে । এই দেবী তাদের নিজে স্বপ্ন দেখায় যে এসব করো। এই দেবী ঐ মন্দিরে বসে বসে ভক্তদের ব্লো জব নেয় এবং এই দলের নেতাগণ সেসব করে ও অন্যরা দেখতে যায়।

এরাই বলে যে মুসলিমগণ মসজিদে উগ্রপন্থী বানায় । কিন্তু এটা তার চেয়েও বাজে কাজ । ভগবানের নামে বেশ্যাবৃত্তি তাও স্বয়ং দেবী করছে । আর টেররিস্ট যাদের বলে সেই হামাস্, হেজবুল্লা, আই এস আই এস , আল কায়দা সবার সাপোর্ট নেয় এই তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাগণ ও ব্যবসাদারেরা । আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া , স্পেন , জাপান কেউ বাদ নেই । তাহলে টেররিস্ট বলা কেন ?কেন এদের দিয়ে বোম ব্লাস্ট করিয়ে শেয়ার মার্কেট ফেলে দিয়ে সাধারণের এত ভোগান্তি করা ? এই মন্দির উঠে যাবে ও এই দেবীর নাম ও নিশান মিটে যাবে হিন্দু ধর্ম থেকে । এই দেবী এসব সৃষ্টিছাড়া কাজ করে বর দান করে ও সুখী হয় । চেলাম্মার পুজারীও নিহত হবে ও তার বংশ ধবংস হয়ে

যাবে। জেফ্ বেজোজ থেকে শুরু করে ক্লিনটন পরিবার , শাহ্রুখ খাঁ কে না নেইনি এইসব উগ্রদলের সেবা ? কিন্তু মুখ খুললেই তোমাকেই টেররিস্ট বলে দেবে মিডিয়া।

যারা আমার স্পিরিচুয়াল উন্নতিকে সন্দেহ করছে আর গালাগালি দিচ্ছে ও আমাকে টেররিস্ট বলছে তাদের আমি একদিন আমার রিয়েল সেল্ফ দেখাবো প্রমিস্ করছি। ফর্মলেস্ সেল্ফ। যার জ্যোতিতে তারা মূর্ছা না যায়।

যেমন ন-হন্যতে উপন্যাসে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন ইন্দোলজিস্ট ও দার্শনিক মির্শিয়া এলিয়াদ ওরফে ইউক্লিড , আই উইল শো ইউ মাই রিয়েল সেল্ফ অন দা ব্যাঙ্কস্ অফ গ্যাঙ্গেস্ ওয়ান ডে। সেরকম। যেমন মহর্ষি দেখান তার

কিছু ভক্তদের । তাঁদের অনুরোধে । আর তারপর তাঁরা এতই ভয় পেয়ে যায় যে বেশ অনেক অনেক মাস আর মহর্ষির কাছ ঘেঁষেনি । ফিঙ্গার ক্রসড্ ।

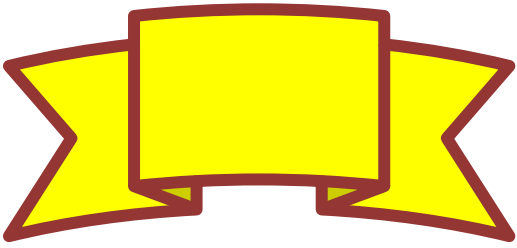



**সমাপ্ত**